

উপজেলা পরিক্রমা

তেঁতুলিয়া

তেঁতুলিয়া (পঞ্চগড়), ২৪ ডিসেম্বর (সংবাদদাতা)।— এ উপজেলাটি হিমালয়ের পাদদেশে রাম পঞ্চগড় জেলায় ঐতিহাসিক শ্রোতস্থিনী নয়নাভিরাম মহানন্দার পূর্ব দিকে অবস্থিত। এর উত্তরে জলপাইগুড়ি, পশ্চিমে দার্জিলিং জেলা দক্ষিণে পশ্চিম দিনাজপুর এবং পূর্বে পঞ্চগড় জেলা। আয়তনে উপজেলাটি ৬০ বর্গমাইল। লোক সংখ্যা ৭০ হাজার। অধিবাসীদের শতকরা ৯৮ জন মুসলমান, বাদবাকী পলিয়া এবং উপজাতি সাওতাল ইত্যাদি।

শিক্ষা ব্যবস্থা

সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয় ৩৭টি, বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় ১টি, উচ্চ বিদ্যালয় ৮টি। উপজেলায় কোন কলেজ নেই।

যোগাযোগ ব্যবস্থা

পাকা সড়ক ১২ মাইল, কাঁচা সড়ক ইউ পি কর্তৃক নির্মিত ৫৫ মাইল। পোস্ট অফিস ব্রাঞ্চ ৩টি এবং সাব-পোস্ট অফিস ১টি ও পুরাতন পদ্ধতির টেলিফোন বোর্ড ১টি। তেঁতুলিয়া থেকে বাংলাবান্ধা পর্যন্ত কাঁচা সড়ক দিয়ে ১২ মাইল পথ ১টি মাত্র বাস সার্ভিস চলে। আর তেঁতুলিয়া থেকে পঞ্চগড়ের দিকে প্রতিদিন ৪টি বাস চলাচল করে থাকে। এই অঞ্চলে গরুর গাড়ী এবং সাইকেল, মোটর সাইকেল এবং রিকশা একমাত্র যানবাহন। এই

উপজেলায় কোন রেল লাইন নেই। বন ও মৎস্য চাষ

সরকারী বনাঞ্চল প্রায় ৬০ একর। তার মধ্যে কোন পুরাতন গাছ নেই। সবটুকুই নতুন প্রকল্প আওতায় চাষ করা হয়েছে। সরকারীভাবে মৎস্য চাষের কোন প্রকল্প নেই। তবে ১টি ইউনিয়ন পরিষদ নিজস্ব উদ্যোগে একটি পুকুরে মৎস্য চাষের ব্যবস্থা নিয়েছে। ব্যক্তিমালিকানায় ১৫টি ছোট-বড় পুকুরে রয়েছে। এখানে কোন বিল বা হাওড় নেই।

কৃষি

এখানে পঞ্চগড় চিনি কলের আওতায় যান্ত্রিক চাষ এবং রাসায়নিক সারসহ কীটনাশক ব্যবহারের মাধ্যমে কিছু জমিতে উন্নতজাতের আখ চাষ করা হয়।

প্রাকৃতিক সম্পদ

এই উপজেলাতে যে ক'টি ছোট-বড় এবং মাঝারি নদী আছে এর সবগুলোতেই পাওয়া যায় এক প্রকার নুড়ি পাথর এবং সিলিকা বালু। এছারা স্বল্প খরচে ঘর-বাড়ী, রাস্তা-ঘাট, দালান-কোটা নির্মাণ করা যায়। এখানকার স্থানীয় চাহিদা মিটিয়ে প্রচুর পরিমাণ নুড়ি পাথর এবং সিলিকা বালু অন্যান্য জেলায় সরবরাহ করা হয়ে থাকে। চা বাগান উপযোগী বহু পতিত খাস জমি রয়েছে। এ ছাড়া আনারস বাগান ও তুঁত প্রকল্প নিলে রেকর্ড পরিমাণ আনারস ও রেশম পাওয়া যেতে পারে।